দৈনিক সংবাদ

06 JUN 1993

শিক্ষার বৈষম্য দূর হওয়া প্রয়োজন

শিক্ষকদের মর্যাদা না বাড়লে শিক্ষার মর্যাদা বাড়বে না। আর শিক্ষার মর্যাদা না বাড়লে জাতির মর্যাদাও বাড়বে না। শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান শর্ত। জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে কোনক্রমেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিদেশী দান ও রাজস্ব তহবিল থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে স্বাস্থ্য, পরিবার পুরিকল্পনা, কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগির খামার তৈরি, কৃষি, মৎস্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এই সমস্ত বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টা আংশিক সফল হয়েছে মাত্র। আমাদের দেশের জনগণকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা গেলে এ সমস্ত বিষয়ে সফলতায় হার হতো প্রায় একশ' ভাগ। সেকারণে অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশি।

একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষকগণ সমাজের জন্য যে কোন পেশার মানুষের চেয়ে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় ব্যক্তি। আমাদের মন থেকে যদি এই বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও চ্যুত হয় তবে শিক্ষকতার মত মহৎ পেশায় ভাল মানুষের উপস্থিতি হ্রাস পাবে এবং হ্রাসকৃত শূন্যস্থান পূরণ হবে কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা। এমনটি ঘটতে থাকলে দেশের এবং সমাজের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি। কেননা, একজন প্রকৌশলী ভুল করলে একটি ভবন ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু একজন শিক্ষকের ভুলের কারণে পুরো সমাজ ধ্বংসে হবার আশংকা থাকে। সে কারণে শিক্ষকদের মর্যাদার কথা সামাজিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ভাবতে হবে ও দায়িত্ব নিতে হবে। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বলে একটি প্রবাদ আছে। শিক্ষক সমাজ যেন কোনক্রমে অভাবগ্রস্ত না হন সেদিকে সরকারকে নজর রাখতে হবে। একই দেশে দু'ধরনের বৈষম্যমূলক শিক্ষা চালু রেখে বেসরকারী শিক্ষকদের ওপর যে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে তা থেকে কখনও সমাজের কল্যাণ হতে পারে না। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যক্ষ মাসে যে বেতন পান একটি সরকারী অফিসের প্রবীণ ঝাড়ুদার তার থেকে বেশি বেতন পেয়ে থাকে। যেদেশে এবং যে সমাজে শিক্ষিত মানুষের মর্যাদা ও সম্মান নেই সেদেশে মহৎ মনের মানুষ জন্মাতে পারে না। এই সত্যকে উপলব্ধি করে যদি আজ থেকেই শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার জন্য শিক্ষার বৈষম্য দূর করা হয় তবে দেশ উপকৃত হবে এবং দেশের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। আমি সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদেরকে এ বিষয়ে ভাবতে অনুরোধ করছি।

মালেকা হক মাখন
আধুনিক হাসপাতাল সড়ক, চুয়াডাঙ্গা।